প্রথম আলো

তারিখ ..13 . MAY 2015...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...২......

ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব

শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ধারা ফিরে আসবে কি?

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের ২৮তম সম্মেলন উদ্বোধনকালে সংগঠনের বদনাম হয়—এমন কিছু না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নেত্রীর সেই নির্দেশ আমলে নেননি। সম্মেলনের আগে থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রলীগের কর্মীদের দৌরাত্ম্য লক্ষ করা গেছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও চাঁদাবাজিরও অভিযোগ রয়েছে।

সম্মেলনে যোগ দিতে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঈদের পর কর্মস্থলে ফিরতে চাওয়া যাত্রীদেরও চরম দুর্ভোগে ফেলেছেন। বরগুনার যাত্রীরা বাসের টিকিট কিনেও নির্ধারিত সময়ে ঢাকায় আসতে পারেননি; তার আগেই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সংশ্লিষ্ট পরিবহনের বাসবহর নিয়ে ঢাকায় আসতে বাধ্য করেন। একই সময়ে মাগুরায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে এক অন্তঃসত্ত্বা নারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

ছাত্রলীগের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাও হিতোপদেশ দিতে ভোলেননি। দলের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য ছাত্রলীগকেই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। প্রশ্ন হলো, এটাই কি ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের নমুনা? ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন কি 'ক্ষমতাসীন' ছাত্রসংগঠনটির একশ্রেণির নেতা-কর্মীর চাঁদাবাজি-দখলবাজির জন্য, না বৃহত্তর ছাত্রসমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য? এসব নিয়ে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতি বদলের কোনো লক্ষণ বা উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়।

আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের নামে যেভাবে সিন্ডিকেট মনোনীতদের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো, তা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কমিটি গঠনে যেখানে ছাত্রলীগের বর্তমান নেতা-কর্মীদেরই সক্রিয় ভূমিকা রাখার কথা, সেখানে একজন সাবেক নেতার অতি উৎসাহী তৎপরতাও রহস্যজনক। ছাত্রলীগের নতুন কমিটি সত্যি সত্যি ছাত্ররাজনীতি তথা শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবে, না চাঁদাবাজি-দখলবাজির পুরোনো ধারা বজায় রাখবে—এখন সেটাই দেখার বিষয়।